**DISSOLUTION OF PARTNERSHIP**

**অংশীদারিত্বের বিলুপ্তি**

অংশীদারিত্বের বিলুপ্তি এবং অংশীদারিত্ব সংস্থার বিলুপ্তি দুটি ভিন্ন ধারণা। অংশীদারিত্ব ভেঙে দেওয়ার অর্থ হল অংশীদারদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের পরিবর্তন, যেখানে কোনও সংস্থা ভেঙে দেওয়ার অর্থ হল অংশীদারদের মধ্যে সম্পর্কের পাশাপাশি সংস্থাটি ভেঙে দেওয়া। এই ক্ষেত্রে, সমস্ত সম্পদ এবং দায়গুলি নিষ্পত্তি করা হয় এবং যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করা হয়।

বলা হয় যে, যখন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত অংশীদারদের মধ্যে একজন ব্যবসার অংশ হওয়া বন্ধ করে দেয়, তখন অংশীদারিত্বের বিলুপ্তি ঘটে। এটি অংশীদারিত্বের সমাপ্তির থেকে খুব আলাদা। বিলুপ্তি এমন একটি প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা শেষ পর্যন্ত অংশীদারিত্বের সমাপ্তির দিকে পরিচালিত অংশীদারিত্ব। করে। ভেঙে যাওয়ার পরে, অবশিষ্ট অংশীদাররা অংশীদারিত্ব চালিয়ে যায় তবে, এই অংশীদারিত্বটি সম্পূর্ণ নতুন এবং ভিন্ন

**অংশীদারিত্ব সংস্থা ভেঙে দেওয়া**

যেমনটি আমরা জানি যে অংশীদারিত্ব ভেঙে যাওয়ার পরে অংশীদারের পরিবর্তনের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক দৃঢ় হয়।

কিন্তু, সংস্থাটি তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। অংশীদারিত্বের বিলুপ্তি নিম্নলিখিত যে কোনও উপায়ে ঘটেঃ

বিদ্যমান মুনাফা ভাগাভাগির অনুপাতে পরিবর্তন।
নতুন অংশীদার নিয়োগ
বিদ্যমান অংশীদারের অবসর গ্রহণ
বিদ্যমান সঙ্গীর মৃত্যু
একজন অংশীদার চুক্তিবদ্ধ হতে অক্ষম হলে তার দেউলিয়া হয়ে যাওয়া। সুতরাং, তিনি আর ফার্মে অংশীদার হতে পারবেন না।
একটি নির্দিষ্ট উদ্যোগের সমাপ্তির পরে, অংশীদারিত্বটি বিশেষভাবে সেই নির্দিষ্ট উদ্যোগের জন্য গঠিত হয়েছিল।
যে সময়ের জন্য অংশীদারিত্ব গঠন করা হয়েছিল তার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে।

ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন, 1932-এর 39 নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অংশীদারিত্ব সংস্থার সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে অংশীদারিত্ব সংস্থার বিলুপ্তি হল অংশীদারিত্ব সংস্থার বিলুপ্তি। অংশীদারিত্ব সংস্থার বিলুপ্তির ফলে সংগঠনের অস্তিত্ব বন্ধ হয়ে যায়।

এর পরে, অংশীদারিত্ব সংস্থাটি কারও সঙ্গে কোনও লেনদেনে প্রবেশ করতে পারে না। এটি কেবলমাত্র পরিমাণ আদায় করতে, ফার্মের দায় পরিশোধ করতে এবং অংশীদারদের দাবি মেটাতে সম্পদ বিক্রি করতে পারে।

তবে, আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কোনও সংস্থা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। এখানে লক্ষণীয় যে অংশীদারিত্বের বিলুপ্তির ফলে ফার্মটি ভেঙে যেতে পারে না।

কিন্তু, অংশীদারিত্ব সংস্থা ভেঙে যাওয়ার ফলে সবসময় অংশীদারিত্ব ভেঙে যায়।

একটি অংশীদারিত্ব সংস্থা ভেঙে দেওয়ার উপায়গুলি নিম্নরূপঃ

1. **চুক্তির মাধ্যমে বিলুপ্তি**
সমস্ত অংশীদাররা যদি ভেঙে দিতে রাজি হয় তবে একটি সংস্থা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও, যদি বিচ্ছেদ সম্পর্কিত অংশীদারদের মধ্যে কোনও চুক্তি থাকে, তবে সেই অনুযায়ী বিচ্ছেদ হতে পারে।

2. **বাধ্যতামূলক বিচ্ছিন্নকরণ**
নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে একটি ফার্ম ভেঙে দেওয়া হয়ঃ

সমস্ত অংশীদার বা একজন ছাড়া সকলের দেউলিয়া হয়ে যাওয়া তাদের চুক্তিতে প্রবেশ করতে অক্ষম করে তোলে।
যখন কোনও কারণে ফার্মের ব্যবসা অবৈধ হয়ে যায়।
যখন কোনও ঘটনার কারণে অংশীদারিত্ব সংস্থার পক্ষে তার ব্যবসা পরিচালনা করা বেআইনী হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, একটি অংশীদারিত্ব সংস্থার একজন অংশীদার থাকে যিনি অন্য দেশের এবং ভারত সেই দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তারপর সে শত্রু হয়ে যায়। ফলে ব্যবসাটি বেআইনি হয়ে যায়।

3. **যখন কিছু আকস্মিক ঘটনা ঘটে**
অংশীদারদের মধ্যে চুক্তি সাপেক্ষে ফার্মের বিলুপ্তি ঘটে, যদিঃ

ফার্মটি একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য গঠিত হয়, সেই মেয়াদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে।
সেই উদ্যোগের সমাপ্তির পর নির্দিষ্ট উদ্যোগ চালানোর জন্য এই সংস্থাটি গঠিত হয়।
একজন সঙ্গী মারা যায়।
একজন অংশীদার দেউলিয়া হয়ে যায়।

4. **নোটিশের মাধ্যমে বিলুপ্তি**
যখন অংশীদারিত্ব ইচ্ছাকৃত হয়, তখন কোনও অংশীদার যদি অন্য অংশীদারদের কাছে লিখিত নোটিশ দেয় যে সংস্থাটি ভেঙে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে সংস্থাটি ভেঙে যেতে পারে।

5. **আদালত কর্তৃক বিলুপ্তি**
যখন কোনও অংশীদার আদালতে মামলা দায়ের করেন, তখন আদালত নিম্নলিখিত ভিত্তিতে ফার্মটি ভেঙে দেওয়ার আদেশ দিতে পারেঃ

এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনও অংশীদার পাগল হয়ে যায়
এমন ক্ষেত্রে যেখানে কোনও অংশীদার তার দায়িত্ব পালনে স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে।
যখন কোনও অংশীদার অসদাচরণের জন্য দোষী হয়ে ওঠে এবং এটি ফার্মের ব্যবসায়ের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।
যখন কোনও অংশীদার ক্রমাগত অংশীদারিত্ব চুক্তি লঙ্ঘন করে।
এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে কোনও অংশীদার অংশীদারিত্ব সংস্থায় তার পুরো আগ্রহ তৃতীয় পক্ষের কাছে স্থানান্তর করে।
এমন একটি ক্ষেত্রে যেখানে লোকসান ব্যতীত ব্যবসা চালানো যায় না
যখন আদালত ফার্মটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়টি যে কোনও ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করে।

**অ্যাকাউন্টের নিষ্পত্তি**

যে ক্ষেত্রে অংশীদারদের সংস্থাটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে কোনও চুক্তি নেই, সেখানে ভারতীয় অংশীদারিত্ব আইন 1932-এর নিম্নলিখিত বিধানগুলি প্রযোজ্য হবেঃ

প্রথমত লাভ থেকে, দ্বিতীয়ত অংশীদারের মূলধন থেকে এবং শেষ পর্যন্ত অংশীদারদের দ্বারা পৃথকভাবে তাদের লাভ ভাগ করে নেওয়ার অনুপাতে মূলধনের ঘাটতি সহ সংস্থাটির লোকসান পরিশোধ করা হবে।
সংস্থাটি ঘাটতি মেটাতে প্রথমত, তৃতীয় পক্ষের ঋণ পরিশোধের জন্য, দ্বিতীয়ত কোনও অংশীদারের কোনও ঋণ বা অগ্রিম পরিশোধের জন্য এবং শেষ পর্যন্ত তাদের মূলধন পরিশোধের জন্য যে কোনও অবদান সহ তার সম্পদ প্রয়োগ করবে। উপরোক্ত সমস্ত অর্থপ্রদানের পরে যে কোনও উদ্বৃত্ত অবশিষ্ট থাকে তা অংশীদারদের দ্বারা লাভ ভাগ করে নেওয়ার অনুপাতে ভাগ করা হয়।